



মোঃ মাকরুজ্জামান
উপসচিব
বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
ওয়েবসাইটঃ www.mpa.gov.bd



“সংবাদ বিজ্ঞপ্তি”

“মোংলা বন্দর অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাবে এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জিডিপি এর প্রবৃদ্ধি বাড়বে-
টাগ বোট চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে –নৌ-প্রতিমন্ত্রী”

সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। বিশ্ব বাণিজ্য ধারার সাথে তাল মেলাতে সময়োচিত পদক্ষেপ নিচ্ছে বাংলাদেশের বাণিজ্য অঙ্গান। প্রতিনিয়ত এখানে সংযোজিত হচ্ছে নতুন নতুন উদ্যোগ। বিশ্ব বাণিজ্যের আধুনিক ধারা ও সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ। সেই ধারাবাহিকতায় আজ উন্মোচিত হচ্ছে নতুন এক দিগন্ত। দেশের বাণিজ্য দিগন্তে নতুন এক সম্ভাবনার নাম মোংলা বন্দর। অচিরেই বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের সংযোগের নাম হতে চলেছে মোংলা বন্দর। এই বন্দরে সংযোজিত হচ্ছে নতুন দুটি ৭০ টন বোলার্ড পুল টাগ বোট। বোট দুটি নির্মান করবে হংকংয়ের বিশ্বখ্যাত জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান চিওলি শিপইয়ার্ডস।

০৭ মার্চ, ২০২২ বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও চিওলি শিপইয়ার্ডের স্থানীয় প্রতিনিধি ই ইঞ্জিনিয়ারিং লি: এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মেজবাহউদ্দিন চৌধুরি।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা, ওএসপি, এনপিপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি ও ই ইঞ্জিনিয়ারিং লি: এর চেয়ারম্যান তরফদার মো: রুহুল আমিন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা বলেন, “মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য নির্মিতব্য ২ টি ৭০ টন বোলার্ড পুলের টাগ বোট বাংলাদেশের এ যাবত কালের সর্বোচ্চ বোলার্ড পুল ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ টাগ বোট যাতে অত্যাধুনিক জাপানী ও ইউরোপিয়ান ম্যাশিনারি ও যন্ত্রপাতি সংযোজিত করা হবে। টাগ বোট দুটি বন্দরে আগত যেকোন ধরণের বড় বৈদেশিক জাহাজের বার্থিং, আনবার্থিং, টয়িং, পুশ/পুল অপারেশন ছাড়াও ফায়ার ফাইটিং, অন্য জাহাজের দুর্ঘটনাকালীন সেলভেজ সহযোগিতা ইত্যাদি জরুরী কাজ সম্পাদনে ব্যবহৃত হবে। বোর্ড দুটি বন্দরের সক্ষমতা বহুগুনে বৃদ্ধি করবে এবং মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বন্দরে পরিনত করতে অগ্রনী ভূমিকা রাখবে। আজকের এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এই যুগান্তকারী একটি প্রকল্পের সূচনা হতে চলেছে। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বহরে বর্তমানে পাঁচটি টাগ বোর্ড রয়েছে। তন্মধ্যে চারটি ত্রিশ বছরের অধিক পুরাতন হওয়ায় টাগ বোট গুলোর কর্ম ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং বোলার্ড পুল ৩ টন ও তদনিন্ম হওয়ায় বড় জাহাজ হ্যান্ডলিং করতে অসুবিধা হয়। বর্তমানে হারবারিয়া এলাকায় সাধারণত ৪৫ হাজার জিআরটি এবং জেটিতে ৪০ হাজার জিআরটি পর্যন্ত জাহাজ আগমন হলেও টাগ বোট দুইটি মোংলা বন্দরের বহরে যুক্ত হলে বন্দরের বর্তমান অগ্রগতির ক্রমধারায় ভবিষ্যতে আরো অধিক ধারণ ক্ষমতার বড় জাহার হ্যান্ডলিং ও জরুরি প্রয়োজনে সেলভেজ করতে সক্ষম হবে। চিওলি শিপইয়ার্ড, হংকং একটি পুরাতন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও প্রথম সারীর আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান। অতিতে অত্র প্রতিষ্ঠান এশিয়া অঞ্চলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামের সহিত গুনগত মানসম্পন্ন টাগ বোট সরবরাহ করা হয়েছে। সুতরাং আমি দৃঢ় ভাবে আশাবাদি চিওলি শিপইয়ার্ড মোংলা বন্দরের চাহিদা মোতাবেক দুইটি টাগ বোট গুনগত মান নিশ্চিত করে সফলভাবে নির্মানপূর্বক যথাসময়ে হস্তান্তর করতে সক্ষম হবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে নৌ-প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি বলেন, “টাগ বোট দুটি নির্মিত হলে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অপারেশনাল কার্যক্রম সহজতর করা সম্ভব হবে ও অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ হ্যান্ডলিং করতে সক্ষম হবে। ফলে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবে যা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জিডিপি এর প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সহযোগিতা করবে। এ প্রসঙ্গে আমি আরও স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে, যার দুরদর্শী নেতৃত্বে আজ বিশ্বদরবারে বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন যে, ২০০৮ সাল পর্যন্ত মোংলা বন্দর একটা রুগ্ন মৃতপ্রায় বন্দর ছিল। জাহাজের আগমন প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আজ এ বন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মৃতপ্রায় এ বন্দরে বর্তমানে বছরে প্রায় এক হাজার জাহাজ (৯৭০ টি) আগমনের রেকর্ড হয়েছে।

চিওলি শিপইয়ার্ডের পরিচালকবৃন্দ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/-
উপসচিব



DEPUTY SECRETARY
BOARD & PUBLIC RELATIONS DEPT.
MONGLA PORT AUTHORITY
WEBSITE: www.mpa.gov.bd



“PRESS RELEASE”

“Mongla port to build two 70 Ton Bollard Pull Tug Boats.”

Honourable members of the media, Salam and greetings. With the continuous expansion of the economy of the Bangladesh we hereby enter a new episode today. Due to the global character of shipbuilding industry, an assessment of suitability to modernise shipbuilding in terms of global standard is of prime importance. The demand from the growing domestic and coastal trades signifies the opportunity to broaden the capacity of the industry. Following the trend Mongla Port Authority and E-Engineering Ltd the local representatives of Cheoy Lee Shipyard Hong Kong based elite world class shipbuilder sign a deal to build two 70 Ton Bollard Pull Tug Boats.

Hon. State Minister for Shipping Khalid Mahmud Chowdhury graced the occasion as the chief guest. Md. Mezbahuddin Chowdhury, the secretary of Shipping Ministry was present as the special guest.

Rear Admiral Md. Musa, OSP, NPP, rcds, afwc, psc, PhD, the Chairman of Mongla Port Authority and Tarafder Md. Ruhul Amin, the chairman of E-Engineering signed the deal on behalf of their organizations.

Member (Harbour and Marine), Chief Engineer (Marine) as (Project Director) of Mongla Port Authority and officers of E-Engineering were also present on the occasion. Director, Cheoy Lee Shipyard Hong Kong joined virtually in the ceremony.

Chairman Mongla port said, “Cheoy Lee Shipyard, Hong Kong is an old, long-experienced and international standard shipbuilding company. The company has supplied quality TUG Boats with best reputations to various countries of the world including Asia region. So I strongly hope that Cheoy Lee Shipyard will be able to construct and deliver 2(Two) Tug Boats on time successfully i.e. within 12 (Twelve) months period, ensuring quality as per the requirement of Mongla Port.

DEPUTY SECRETARY